তারিখ 13 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

হাওর অঞ্চলের শিক্ষার বাতিঘর কাশীপুর সর. প্রাথ. বিদ্যালয়

আকবর হোসেন, জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ

হাওর অঞ্চলের শিক্ষার বাতিঘর কাশীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি শুধু পড়াশোনায় নয় খেলাধুলা, জ্ঞান চর্চাসহ সব ক্ষেত্রে উপজেলার মধ্যে অনন্য উদাহরণ রেখে আসছে। ভালো রেজাল্ট আর ফলাফলের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর শতভাগ আন্তরিকতা, অভিভাবকদের চেষ্টা ও এলাকাবাসীর সহযোগিতা কাজ করেছে। এই বিদ্যালয়টি শুধু উপজেলা পেরিয়ে জেলায় প্রথম হয়েছে, উপজেলাবাসীর বিশ্বাস ভবিষ্যতে জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ হবে বিদ্যালয়টি। কাশীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দিনে নিয়মিত ক্লাস করে আবার, সকাল, বিকেল, সন্ধ্যার পর সকলে একসঙ্গে আবার ক্লাস রুমে পড়া আরম্ভ করে রাত একটানা ১০টা পর্যন্ত পড়ালেখা করে। বিদ্যালয়ে ৮ জন শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকসহ এলাকার মানুষের আন্তরিক চেষ্টার ফলে সন্ধ্যার পরে সকলে মিলে সন্ধ্যাকালীন ক্লাসের জন্য আলাদা ১৬ জন প্রাইভেট টিউটর রেখেছেন। সব মিলিয়ে পর পর দুবার উপজেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েছেন। শুধু তাই নয় বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় হওয়ার কৃতিত্বও এই বিদ্যালয়টি অর্জন করেছে। গেল বছর এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন। এবছরের শেষ দিকে সরকারি ভাবে ৭দিনের সফরে ইন্দোনেশিয়া যাবার কথা রয়েছে। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কাশীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে জাতীয় পতাকা উড়ছে, ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা বেশ মনোযোগী। কোন ছাত্রছাত্রীর শব্দ নেই। তার চাইতে আরো বেশি মনোযোগী শিক্ষকরা। ক্লাস চলছে তো চলছেই। ছাত্রছাত্রীরা স্যারের মুখ পানে চেয়ে রয়েছেন, স্যার পড়া বলছে আর তারা মন ভরে শ্রবন করছেন। এভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন। বিদ্যালয়ের ক্লাস রুম গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মত।

বিদ্যালয় সূত্রে জানাযায়, গেল ২০১১ সালে ৫ম শ্রেণীতে ৬৩ জন ভর্তি হয়ে সমাপনী পরিক্ষায় ৬২ জন অংশ নিয়ে ৬২ জনই কৃতকার্য হন। ২০১২ সালে ৫ম শ্রেণীতে ৭৫ জন ভর্তি হয়ে সমাপনী পরিক্ষায় ৭৫ অংশগ্রহণ করে সকলেই পাস করে। যার মধ্যে ৯ জন এ প্লাস পেয়েছে, টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে ৩ জন। ২০১৩ সালে ৯১ জন ভর্তি হয়ে ৮৫ জন সমাপনীতে অংশ নিয়ে ৮৪ জন কৃতকার্য হয়। এর মধ্যে ১৫ টি এ প্লাস ও ৬টি টেলেন্টপুল বৃত্তি। ২০১৪ সালে ৭৩ জন ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ৬৫ জন সমাপনীতে অংশ নিয়ে শতভাগ পাস করে যার মধ্যে এ প্লাস পেয়েছে ১৩ জন, আর এক জন টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। ২০১৫ সালে ৫ম শ্রেণীতে ৬৬ জন ভর্তি হয়ে সমাপনীতে ৬৪ জন অংশ করে ৬৪ জনই পাস করে য্যর মধ্যে ১৫টি এ প্লাস, ১০টি টেলেন্টপুল বৃত্তি। বর্তমানে কাশীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৪৩ জন শিক্ষার্থী আছে। শিশু শ্রেণীতে ৪৪ জন, প্রথম শ্রেণীতে ১৭৫ জন, ২য় শ্রেণীতে ১৪২ জন, ৩য় শ্রেণীতে ১২৬ জন, ৪র্থ শ্রেণীতে ৮৭ জন, ৫ম শ্রেণীতে ৬৯ জন শিক্ষার্থী আছে। ভবনে ছাত্রছাত্রীদের সংকুলান হয়না। বিদ্যালয়ের সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য দিক খুব কম ছাত্রছাত্রীই আছেন যে বিদ্যালয় ফাকি দেয়। অভিভাবকদের চেয়ে কোমল মতি শিক্ষার্থীরা আরও বেশি সচেতন বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। কাশীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল হক জানান, আমি যতীন্দ্রপুরে ছিলাম সেখানেও ক্লাসের পরে সন্ধ্যাকালীন প্যারা শিক্ষক দিয়ে ফলাফল ভালো করেছি, সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমি ও আমার সকল শিক্ষক সহ এলাকাবাসী মিলে কাশীপুরের ভালো রেজাল্ট করতে পারছি। ছাত্রছাত্রীর অনুপাতে ক্লাস রুমে জায়গা কম থাকায় আমাদের আরেকটি ভবন নির্মান জরুরী।

জামালগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ নূরুল আলম ভুইয়া জানান, পর পর দুবার জামালগঞ্জে কাশীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রথম হয়েছে। এবার জেলার মধ্যেও শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় মনোনীত হয়েছে। জামালগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা টিটন খীসা বলেন, জামালগঞ্জের কাশীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আসলেই হাওর অঞ্চলের শিক্ষার বাতিঘর। এই প্রতিষ্ঠানটিই শুধু জামালগঞ্জের নয় সকলেরই অনুকরণীয়।